ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩২৪৭

আগরতলা,১৫ অক্টোবর,২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

‘‘আইজিএম হাসপাতালে পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন,’’ এই শিরোনামে স্যন্দন পত্রিকায় গত ১২ অক্টোবর, ২০২৫ প্রকাশিত সংবাদটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নজরে এসেছে।এই সংবাদটির পরিপ্রেক্ষিতে, আইজিএম হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট কর্তৃক গঠিত তিন সদস্যক তদন্ত কমিটির প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে দপ্তরের পক্ষ থেকে স্পষ্টিকরণ দিয়ে জানানো যাচ্ছে যে, আইজিএম হাসপাতালে কম্বাইন্ড সার্জিক্যাল, ইএনটি এবং অর্থোপেডিক বিভাগগুলির জন্য জেনারেল ওয়ার্ডে মোট ৩৪টি শয্যা রয়েছে। এর মধ্যে সার্জিক্যাল বিভাগের জন্য ২০টি, ইএনটি বিভাগের জন্য ১০টি, এবং অর্থোপেডিক বিভাগের জন্য ৪টি শয্যা নির্ধারিত। এই ৩৪টি শয্যার মধ্যে ১৭টি মহিলা রোগীদের জন্য এবং ১৭টি পুরুষ রোগীদের জন্য বরাদ্দ। পুরুষ ও মহিলা ওয়ার্ড একটি পার্টিশন দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা হয়েছে। সার্জারি, ইএনটি এবং অর্থোপেডিক বিভাগগুলির জন্য মোট ৮টি পোস্ট-অপারেটিভ শয্যা রয়েছে। এখানেও ৪টি শয্যা মহিলা রোগীদের জন্য এবং ৪টি শয্যা পুরুষ রোগীদের জন্য বরাদ্দ। পুরুষ ও মহিলা শয্যাগুলি আলাদা করা আছে। সার্জারি বিভাগে ৪ জন জেনারেল সার্জন, ইএনটি বিভাগে ৫ জন ইএনটি সার্জন এবং অর্থোপেডিক বিভাগে ৩ জন অর্থোপেডিক সার্জন রয়েছেন। আইজিএম হাসপাতালের বিভাগীয় প্রধানদের অভিমত অনুসারে, পৃথকভাবে এবং সন্তোষজনকভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ পরিচালনার জন্য আরও চিকিৎসক প্রয়োজন। উল্লেখ্য, রাজ্য সরকার পর্যায়ক্রমে জেনারেল ডিউটি মেডিক্যাল অফিসার চিকিৎসক এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নিয়োগ প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। আইজিএম হাসপাতালের বহির্বিভাগে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১২০০ থেকে ১৪০০ জন রোগী চিকিৎসা নিতে আসেন। বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের জন্য মোট ৬১০টি শয্যা রয়েছে, যেখানে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় গড়ে প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ জন রোগী ভর্তি হন। ইমার্জেন্সি বিভাগে কর্মদিবসগুলোতে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় গড়ে প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ জন রোগী আসেন, তবে ছুটির দিনগুলোতে রোগীর সংখ্যা প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ৩০০ এর বেশি হয়ে থাকে।

*****